প্রথম আলো

তামায়ুজ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১৭

# প্রথম পুরস্কার বাংলাদেশের নিশাতের

সামিয়া শারমিন

২৯ অক্টোবর ২০১৭, ১৫:৩৪

প্রিন্ট সংস্করণ

নিশাত তাসনিম, পেছনে তাঁর প্রকল্পের নকশা। ছবি: খালেদ সরকার

থিসিস পেপারের শুরুতে নিশাত তাসনিম যা লিখেছেন, তার বাংলা অনুবাদ অনেকটা এমন—এই কবিতা এক বহু পুরোনো নদীর। যে নদীর জলে ভেসে আসত পলিমাটি, গড়ে উঠত উর্বর ভূমি। হাজারো মানুষ নদী পেরিয়ে পৌঁছাত তাদের গন্তব্যে। কিন্তু একদিন নদী এই মানুষগুলোকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলো। নদীর জলে ভেসে এল বহু মৃতদেহ আর রক্ত...

ভাবছেন থিসিস পেপারে তো গুরুগম্ভীর গবেষণার তথ্য-উপাত্ত আর হিসাব-নিকাশ থাকার কথা, নদীর গল্প কেন? ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগ থেকে স্নাতক পেরোনো নিশাত তাসনিম তাঁর শেষ বর্ষের প্রকল্পের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক পটভূমি। তাঁর প্রকল্পে উঠে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড, চুকনগর গণহত্যার কথা। ১৯৭১ সালে খুলনার চুকনগরে এক দিনে আট হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এই ঘটনার স্মরণে চুকনগর বাজারের কাছে একটি গবেষণাকেন্দ্র, স্মৃতিস্তম্ভসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের প্রকল্প উপস্থাপন করেছিলেন নিশাত। আর সেই প্রকল্প জিতে নিয়েছে তামায়ুজ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১৭।

স্নাতক প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের করা স্থাপত্য, নগর-পরিকল্পনা ও ল্যান্ডস্কেপ নকশার কাজগুলো এই প্রতিযোগিতায় জমা পড়ে। সেখান থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার পর কয়েকটি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। এ বছর নিশাত তাসনিম পেয়েছেন

প্রথম পুরস্কার। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে স্নাতক শেষ করে তিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

এ বছর তামায়ুজ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য ৪২টি দেশের ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৬৮টি প্রকল্প জমা পড়েছিল। বিজয়ী হওয়ার পুরস্কার হিসেবে নিশাত ইরাকি বিজনেস কাউন্সিলের অর্থায়নে ইতালির পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি অব মিলানে স্নাতকোত্তর করতে পারবেন। তামায়ুজ ইন্টারন্যাশনালের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা গেল, নিশাতের কাজটি সম্পর্কে বিচারকদের বক্তব্য, 'বিষয়টির গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে চমৎকার সমন্বয় করা হয়েছে এ প্রকল্পে। এটি গতানুগতিক স্মৃতিস্মারকের ধারণা থেকে আলাদা। প্রকল্পটির নকশা একই সঙ্গে শিল্পমানসম্পন্ন, স্নিগ্ধ এবং শক্তিশালী।'

স্নাতক প্রকল্পের জন্য কেন এমন একটি বিষয় নির্বাচন করলেন? প্রশ্নের উত্তরে নিশাত বলেন, 'অতীত সম্পর্কে জানা আমাদের দায়িত্ব। জানতে হবে আমরা কোথা থেকে, কীভাবে এসেছি। আমাদের ভিতটা শক্ত না হলে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে একসময় আমরা হারিয়ে যাব। আমরা '৭১ নিয়ে কথা বলি। আমরা আমাদের বীরত্বকে সব সময় সামনে রাখি। বীরত্বের পাশাপাশি আমাদের ত্যাগের গল্পও কিন্তু কম নয়। নির্বিচারে, নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে একাত্তরে। সেসব ইতিহাস কতখানি স্বীকৃত, কতটুকু জানে বর্তমান প্রজন্ম, এসব ভাবনা থেকেই বিষয়টি নির্বাচন করেছিলাম।' জানালেন, তাঁর প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক মুহতাদিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন ও উদয় শংকর দত্ত।

পোয়েম, প্রেয়ার অ্যান্ড প্রমিজেস—এই ছিল প্রকল্পটির শিরোনাম। নিশাত তাসনিমের চাওয়া, এই গণহত্যা নিয়ে আরও বেশি গবেষণা হোক। নিজের আগ্রহেই তরুণ প্রজন্ম জানুক তাঁর অতীতের ইতিহাস।

http://www.prothom-alo.com/education/article/1353926/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0

কালের কণ্ঠ

# ইউএপি শিক্ষার্থীকে ‘তামায়ুজ’ সম্মাননা

২০ অক্টোবর, ২০১৭ ০০:০০

‘তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭’ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম ঐশী। তিনি নিজের স্নাতক প্রকল্পের জন্য এই সম্মাননা পেয়েছেন।

এ বছর ৪২টি দেশের ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৮ জনকে নিয়ে জর্দানে এই প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে নিশাত ইতালির ‘ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক অব মিলান’-এ দুই বছরের পূর্ণ বৃত্তি অর্জন করেন। তাঁর প্রকল্পের বিষয় ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে খুলনার চুকনগরের গণহত্যা। তাঁর এই পকল্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক মুহতাহিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন মিঠুন ও উদয় শংকর দত্ত। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/10/20/555662

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

# ইউএপির শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম ঐশী তার

স্টম্নাতক প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মূলত বিশ্বব্যাপী স্টম্নাতক প্রকল্পের স্টম্নাতকধারীদের স্থাপত্য, নগর এবং ভূদৃশ্য নকশার ওপর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। একদল অভিজ্ঞ বিচারক প্যানেল নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের নির্ধারণ করে থাকে, যেখানে এ বছর বিশ্বের মোট ৪২টি দেশের ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৮ জন স্টম্নাতকধারীকে নিয়ে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় জর্ডানে। প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে নিশাত 'ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক অব মিলান', ইতালি-এ দুই বছর পূর্ণ বৃত্তি অর্জন করে। তার প্রকল্পের বিষয় ছিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খুলনার চুকনগরে গণহত্যা। তার এই প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক মুহতাহিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন মিঠুন ও উদয় শংকর দত্ত।

http://esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=21-10-2017#

# ইউএপির শিক্ষার্থী পেলেন আন্তর্জাতিক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম ঐশী তার স্নাতক প্রকল্পের জন্য পেয়েছেন আন্তর্জাতিক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭। প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বিশ্বব্যাপী স্নাতক প্রকল্পের স্নাতকধারীদের স্থাপত্য, নগর এবং ভূদৃশ্য নকশার উপর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। একদল অভিজ্ঞ বিচারক প্যানেল নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিজয়ীদের নির্ধারণ করে থাকেন যেখানে এবছর বিশ্বের মোট ৪২টি দেশের ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৮ জন স্নাতকধারী এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। জর্ডানে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে নিশাত ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক অব মিলান, ইতালি-এ দুই বছর পূর্ণ বৃত্তি অর্জন করেন। তার প্রকল্পের বিষয় ছিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খুলনার চুকনগরে গণহত্যা। তার এই প্রকল্পের সার্বিক

তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক মুহতাহিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন মিঠুন এবং উদয় শংকর দত্ত।

এসআর/ওয়াই

http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print

# প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ইউএপি'র শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড অর্জন

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম ঐশী তার স্নাতক প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মুলত: বিশ্বব্যাপী স্নাতক প্রকল্পের স্নাতক ধারীদের স্থাপত্য, নগর এবং ভুদৃশ্য নকশার উপর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। একদল অভিজ্ঞ বিচারক প্যানেল নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিজয়ীদের নির্ধারণ করে থাকেন যেখানে এবছর বিশ্বের মোট ৪২টি দেশের ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৮ জন স্নাতক ধারীদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় জর্ডানে। প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে নিশাত "ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক অব মিলান", ইতালি-এ দুই বছর পূর্ণ বৃত্তি অর্জন করে। তার প্রকল্পের বিষয় ছিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খুলনার চুকনগরে গণহত্যা । তার এই পকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক; মুহতাহিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন মিঠুন, এবং উদয় শংকর দত্ত। তামায়ুজ আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড একটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড যা স্নাতকধারী শিক্ষার্থীদের তাদের স্থাপত্য, নগর ও পরিকল্পনার নকশা এবং ভুদৃশ্য নকশার উপর বিশের প্রকল্পের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিশাত তাসনীম ঐশী

http://www.edainikdestiny.com/2017/10/21/

Lets wake up...
campuslive24.com
ক্যাম্পাসলাইভ তা রু ণ্যে র লা ই ফ

# ইউএপির শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক তামায়ুজ এ্যাওয়ার্ড অর্জন

**লাইভ প্রতিবেদক:** ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম ঐশী তার স্নাতক প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক তামায়ুজ এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মুলত: বিশ্বব্যাপী স্নাতক প্রকল্পের স্নাতক ধারীদের স্থাপত্য, নগর এবং ভূদৃশ্য নকশার উপর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। একদল অভিজ্ঞ বিচারক প্রানেল নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিজয়ীদের নির্ধারণ করে থাকেন যেখানে এবছর বিশ্বের মোট ৪২ টি দেশের ১১৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৮ জন স্নাতক ধারীদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় জর্ডানে। প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে নিশাত "ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক অব মিলান", ইতালি-এ দুই বছর পূর্ণ বৃত্তি অর্জন করে।

তার প্রকল্পের বিষয় ছিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খুলনার চুকনগরে গনহত্যা। তার এই পকল্পের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক; মুহতাহিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন মিঠুন, এবং উদয় শংকর দত্ত।

তামায়ুজ আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড একটি  এক্সেলেন্স এ্যাওয়ার্ড যা স্নাতকধারী শিক্ষার্থীদের তাদের স্থাপত্য, নগর ও পরিকল্পনার নকশা এবং ভুদৃশ্য নকশার উপর বিশের প্রকল্পের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়

http://bangla.campuslive24.com/special-news/8589/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8

prnewsbd.com

# প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে ইউএপির শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক তামায়ুজ এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম ঐশী তার স্নাতক প্রকল্পের জন্য আন্তর্জাতিক তামায়ুজ এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।  মুলত: বিশ্বব্যাপী স্নাতক প্রকল্পের স্নাতক ধারীদের স্থাপত্য, নগর এবং ভূদৃশ্য নকশার উপর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। একদল অভিজ্ঞ বিচারক প্রানেল নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিজয়ীদের নির্ধারণ করে থাকেন যেখানে এবছর বিশ্বের মোট ৪২ টি দেশের ১১৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৮ জন স্নাতক ধারীদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় জর্ডানে।  প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে নিশাত "ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক অব মিলান", ইতালি-এ দুই বছর পূর্ণ বৃত্তি অর্জন করে। তার প্রকল্পের বিষয় ছিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খুলনার চুকনগরে গনহত্যা। তার এই পকল্পের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন ইউএপির স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক; মুহতাহিন ইকবাল, জিয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন মিঠুন, এবং উদয় শংকর দত্ত।  তামায়ুজ আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড একটি এক্সেলেন্স এ্যাওয়ার্ড যা স্নাতকধারী শিক্ষার্থীদের তাদের স্থাপত্য, নগর ও পরিকল্পনার নকশা এবং ভুদৃশ্য নকশার উপর বিশের প্রকল্পের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। (প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

http://bangla.prnewsbd.com/corporate-news/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%87/